প্রথম আলো

তারিখ: 25 JUN 2015
পৃষ্ঠা: ৪ কলাম: ৫

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সিনেটের মেয়াদোত্তীর্ণ সদস্যদের সিন্ডিকেটে না রাখার দাবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের মেয়াদোত্তীর্ণ সদস্যদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ও অর্থ কমিটিতে না রাখার দাবি জানিয়েছে শিক্ষকদের একটি অংশ। তারা সিনেটের মেয়াদোত্তীর্ণ অন্য পদে নির্বাচনসহ তিনটি দাবিতে গতকাল বুধবার উপাচার্যকে স্মারকলিপি দিয়েছে।

প্রায় ১০ জন শিক্ষকের একটি প্রতিনিধিদল গতকাল দুপুরে উপাচার্য ফারজানা ইসলামকে তাঁর কার্যালয়ে স্মারকলিপি দেন। স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ থাকার পরও মেয়াদোত্তীর্ণ সিনেটকে হালনাগাদ করা হচ্ছে না। সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহী পর্ষদে প্রতিনিধি পাঠানোর চেষ্টা চলছে। এ চেষ্টার পেছনে কোনো শুভ ইচ্ছা থাকতে পারে না। প্রায় ছয় মাস আগে উপাচার্য নিজেই সিনেটের ৩৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সে নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে।

স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়, সিন্ডিকেটের সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক সদস্যপদ প্রায় দুই বছর ধরে শূন্য। এ ছাড়া ডিনরাও মেয়াদোত্তীর্ণ। সেটা পূরণের কোনো চেষ্টা উপাচার্যের নেই।

স্মারকলিপিতে তিনটি দাবি জানানো হয়। সেগুলো হলো, ২৭ জুন অনুষ্ঠেয় সিন্ডিকেট ও অর্থ কমিটিতে প্রতিনিধি মনোনয়নের আলোচ্যসূচি প্রত্যাহার করা, অবিলম্বে সিনেটের ৩৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন দেওয়া ও মেয়াদোত্তীর্ণ অন্য পদে নির্বাচন দেওয়া।

উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনা করে ইতিহাস বিভাগের সভাপতি এ টি এম আতিকুর রহমান বলেন, 'ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষার জন্য সিন্ডিকেটে তিনজন ও অর্থ কমিটিতে একজন প্রতিনিধি মনোনয়নের চেষ্টা চলছে। আমাদের দাবিগুলোর সঙ্গে উপাচার্য নীতিগতভাবে একমত পোষণ করেছেন ও এক দিন সময় চেয়েছেন।'